A.G

BNGA - CC - 2 - 3

মডিউল - ২ - (খ)

সোমপ্রকাশ

পৃ - ১

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫) সোমবার কলকাতার টাঁপাতলা মোড়ে 'সোমপ্রকাশ'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশের পরিকল্পনা করেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। বিদ্যাসাগরের এই পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ দিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'স্মৃতিকথা গ্রন্থে' - এ লেখেন —

"

সারদাপ্রসাদ নামক জনৈক বহির্দ্বারের ভরণ পোষণ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথম এই পত্রিকা প্রকাশের কল্পনা করেন। প্রস্তাব হয় যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং এই পত্রিকাখানি লিখিবেন এবং সারদাপ্রসাদ তাহার সম্পাদক হইবেন। সারদাপ্রসাদ তৎপরে বর্দ্ধমানের মহারাজের অধীনে নকরি কর্ম্ম পাইয়া বর্দ্ধমানে গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশের কল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশে কেবল 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা' দুইখানি সংবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছিল। তখন এই দুইখানি পত্রেই অসার জাতি হীন বিষয় ব্যতীত রাজনৈতিক বিষয়ই উহাদের আলোচনার বিষয় ছিল না। স্ত্রীলোক কেন সামাজিক বা ধর্ম্মনৈতিক প্রশ্ন সংবাদ পত্রিকায় আলোচিত হইত না। কেবল কেহ নিন্দিত লোকের নিন্দাবাদ, কেহ সামাজিক পাপের রহস্যভেদ করা এইরূপ দুইখানি পূর্ণ

করে ২২৩, শ্রীরামপুর ২২১৩ খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণ যে সকল সাময়িক পত্রাদি প্রচার করিতেন তাহাও কেবল খ্রীষ্টিয়ানের পরিপূর্ণ। সুতরাং এখানি উপযুক্ত সংবাদপত্রের সৃষ্টি করা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার 'সোমপ্রকাশ' সৃজনের কল্পনা করিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ আর কয়েকজন পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশের প্রস্তাব করেন। সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হন, এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের হাতে ইহার সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করা হয়।"

প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ বাংলা সংবাদপত্র হিসাবে বিবেচিত হয়। ১৮৬২-র এপ্রিল মাসে পত্রিকাটি কলকাতা থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার চাংড়িপোতায় স্থানান্তরিত হয়। ১৮৬৫ ও ১৮৭৪-এ দ্বারকানাথ পত্রিকার দায়িত্ব সময়িকভাবে যথাক্রমে মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ ও শিবনাথ শাস্ত্রীর হাতে সমর্পণ করেন।

~~১৮৭৮~~ ১৮৭৮-এ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চালু হবার পর পত্রিকাটির দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। ১৮৭৯-র ২৪ ফেব্রুয়ারি 'সোমপ্রকাশ'-এ প্রকাশিত 'লাহোরের সংবাদদাতার পত্র'-এর অংশবিশেষ সরকারের কাছে আপত্তিকর বলে মনে হয়।

১৮৭৮-এর ৯ আইনের ৩৮; ধারা অনুযায়ী পরিষদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ গ্রহণ করতে সরকার বাধ্য হয়। সরকারি নির্দেশে ২৪ পরগনার ম্যাজিস্ট্রেট পরিষদের প্রকাশনের জন্য মুচলেকা ও হাজার টাকার জামানত দাবি করেন। মুচলেকা দিলেও, জামানতের টাকা জমা দিতে না পারার জন্য পরিষদ বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে 'সোমপ্রকাশ' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁদের দুঃখ পান। বহু-আবেদন করে দ্বারকানাথ জামিন স্বীকার এবং লিখিতভাবে রাজানুগত্য প্রকাশের অঙ্গীকার করলে সরকার পরিষদ পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দেন। ১৮৮০-র ৯ এপ্রিল পরিষদ দলিলের মধ্যে পুনঃপ্রকাশিত হয়। দ্বারকানাথের এই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণকে সেখানে তাঁদের কেউ ভালো চোখে দেখেননি। সমকালীন পত্র-পত্রিকায় তাঁর এই আচরণ কঠোরভাবে সমালোচিত হয়। মৃত্যুকাল (২৬.৮.১৮৮৬) পর্যন্ত দ্বারকানাথ 'সোমপ্রকাশের' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পরিষদের দায়িত্ব সর্বশেষ পুত্রদের হাতে সমর্পিত করা হয়।

'সোমপ্রকাশ'-এ লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয় রামদাস চক্রবর্তী, শিবনাথ শাস্ত্রী ও ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে। কিছুদিন এইভাবে চলার পর 'সোমপ্রকাশ'-এর স্বত্ব কিনে নেন কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। তাঁর সম্পাদনায় পরিষদের প্রকাশ অব্যাহত থাকে। কৈলাসচন্দ্র

আমলে পত্রিকাটি পূর্ব বাংলার হাজারো হিন্দু ধর্মানুরাগী রক্ষণশীল মুসলিম পরিবার পরিণত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর (১৮৯৪) পরেও পত্রিকাটি কিছুদিন চালু থাকে, ১৯০৮-এর জুলাই-এর পর 'বিবিধার্থ অনেষিত বেপার্স'-এ 'সোমপ্রকাশ'-এর নাম পাওয়া যায় না।

বাংলা সংবাদপত্রে রাজনীতি আলোচনার সূত্রপাত করে 'সোমপ্রকাশ'। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মতে - "বিদ্যারত্ন মহাশয় বাংলা সংবাদপত্রের প্রথম শিক্ষকের ---- বিদ্যারত্ন মহাশয়ই সুপ্রতিষ্ঠিত বাংলা সংবাদপত্র পরিচালনের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করেন। রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা যেভাবে করিতে হয়, তিনিই প্রথম তখন বাংলার সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে দেখাইয়া দেন।" সরকারের সমস্ত নীতিকে 'সোমপ্রকাশ' অন্ধভাবে সমর্থন করত না। এই কারণে 'ইংলিশম্যান' এই পত্রিকাকে 'সুপ্ত বিদ্রোহী' আখ্যা দেয়। এর উত্তরে 'সোমপ্রকাশ' বলে- 'সরকারের সকল কার্যে যে আস্থা দিতে পারি না - এই আমাদিগের দোষ।' বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র-এর মনোভাবের, কাজের সমালোচক ছিল 'সোমপ্রকাশ'। ইলবার্ট বিলের সমর্থন ও কার্নাডুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরোধিতায় 'সোমপ্রকাশ' বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মুসলমানদের কংগ্রেস যোগ

দেওয়া উচিত বলে মনে করত পত্রিকাটি। সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে পত্রিকাটি ধীরে চলার নীতিতে বিশ্বাস করত। বাল্যবিবাহ ও ~~[illegible]~~ কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে প্রচুর লেখা পত্রিকাটিতে হয়। যদিও আইনের সাহায্য গ্রহণের নিদেশ পত্রিকাটি উৎসাহী ছিল না। বিধবাবিবাহ বিদ্যাসাগরের নাম 'সোমপ্রকাশ'-এর মতভেদ দেখা যায়। স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসঙ্গ তোলা না হলেও, পত্রিকাটি স্ত্রী শিক্ষার ও বিধবা-বিবাহের সমর্থন করত। ব্রাহ্ম আন্দোলন — বিশেষ করে কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি অপ্রসন্নতা গোপন করার কোনো চেষ্টা করেনি পত্রিকাটি। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা ও তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' দুরবস্থার কোনো লাগেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক আক্রমণে আক্রমণে অতিষ্ঠিত করে 'সোমপ্রকাশ'। নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। চা-করের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও পত্রিকাটি ছিল সরব। জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার সম্পর্কে পত্রিকাটি ছিল সোচ্চার। তবে জমিদারদের সম্পর্কে দুরবস্থার বিদ্যাভূষণের মনোভাব ছিল ~~[illegible]~~ আপসমূলক।

— ০ —